



# BCS প্রিলিমিনারি

## লেকচার

### Lecture Contents

- ✓ ধ্বনি পরিবর্তন
- ✓ বর্ণের উচ্চারণ
- ✓ অক্ষর

### Content

### Discussion



শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

### ধ্বনি পরিবর্তন

#### ধ্বনি পরিবর্তন:

দ্রুত বা অসাবধানে কথা বলার সময় পাশাপাশি ধ্বনি একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শব্দের আদি, অন্ত্য, মধ্য ধ্বনির পরিবর্তন, আগমন, লোপ সাধিত হয়, একেই ধ্বনি পরিবর্তন বলে।

#### ধ্বনি পরিবর্তন যতভাবে সাধিত হয়:

নানাভাবে ধ্বনি পরিবর্তন হতে পারে। তবে প্রধানত চারভাবে ধ্বনি পরিবর্তন হতে পারে। যেমন—

- (১) ভৌগোলিক কারণে;
- (২) উচ্চারণের দ্রুততার কারণে;
- (৩) বাক্যের অসাবধানতার কারণে;
- (৪) কথা বলতে সহজতর কারণে।

ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূতিকাগার জার্মানি। এখানে ধ্বনি পরিবর্তন নিয়ে ভাষা বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান।

#### আদি স্বরাগম (Prothesis):

উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে আদি স্বরাগম বলে।

যেমন— স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন, স্তাবল > আস্তাবল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা।

#### মধ্যস্বরাগম/বিপ্রকর্ষ/স্বরভক্তি (Anaptyxis):

মাঝে মাঝে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোন কারণে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলে মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি।

যেমন— রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, প্রীতি > পিরীতি, গ্রাম > গেরাম, শ্লোক > শোলক, ত্রেক > পেরেক।

#### অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis):

কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে, এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম।

যেমন— দিশ্ > দিশা, পোখত > পোক্ত, বেধঃ > বেধিঃ, সত্য > সত্যি।

#### অপিনিহিতি (Apenthesi):

পরের ই কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির আগে ই কার বা উ কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে।

যেমন— আজি > আইজ, বাজি > বাইজ, দেখিয়া > দেইখ্যা, সাধু > সাউধ, আশু > আউশ, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর, কালি > কাইল।

**অভিশ্রুতি (Umlaut, জার্মান ভাষা থেকে এসেছে):**

অপিনিহিত শব্দের স্বরধ্বনিগুলো পরিবর্তন হয়ে যদি শব্দটি নতুন রূপ ধারণ করে, তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে।

যেমন- শুনিয়া > শুইন্যা > শুনে, বলিয়া > বইল্যা > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মাউছা > মেছো, আজি > আইজ > আজ, আসিয়া > আইস্যা > এসে।

**অসমীকরণ (Dissimilation):**

একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তখন তাকে অসমীকরণ বলে।

যেমন- টপটপ > টপাটপ, ধপধপ > ধপাধপ, ফটফট > ফটাফট, চটচট > চটাচট।

**স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony):**

একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি।

**স্বরসঙ্গতি চার প্রকার-**

১. প্রগত ২. পরাগত ৩. মধ্যগত ৪. অন্যান্য।

[অপ্রধান এক প্রকার- চলিত বাংলা স্বরসঙ্গতি। যেমন- ইচ্ছা > ইচ্ছে]

**প্রগত স্বরসঙ্গতি (Progressive):**

আদিব্রহ্মর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- মুলা > মুলো, তুলা > তুলো, ধুলা > ধুলো।

**পরাগত স্বরসঙ্গতি (Regressive):**

অন্ত্যস্বরের কারণে আদিব্রহ্মর পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- দেশি > দিশি, আখো > আখুয়া > এখো।

**মধ্যগত স্বরসঙ্গতি (Mutual):**

আদিব্রহ্ম ও অন্ত্যস্বর কিংবা অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- বিলাতি > বিলিতি।

**অন্যান্য স্বরসঙ্গতি (Reciprocal):**

আদি ও অন্ত্য দু'স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে তাকে অন্যান্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন- মোজা > মুজো।

**সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ (Hapology):**

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপ পাওয়াকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ।

যেমন- জানালা > জালনা।

**সম্প্রকর্ষ ৩ প্রকার-**

১. আদি, ২. মধ্য, ৩. অন্ত্য।

**আদি স্বরলোপ (Aphesis):**

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদিব্রহ্মর লোপ পাওয়াকে আদিব্রহ্মলোপ বলে।

যেমন- অলাবু > লাবু > লাউ, অতসী > তিসি, উডুম্বর > ডুমুর।

**মধ্যস্বরলোপ (Syncope):**

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের মধ্যস্বর লোপ পাওয়াকে মধ্যস্বরলোপ বলে।

যেমন- অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

**অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope):**

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের অন্ত্যস্বর লোপ পাওয়াকে অন্ত্যস্বরলোপ বলে। যেমন- আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার, সন্ধা > সঞ্ঝা > সাঁঝ।

**ধ্বনি বিপর্যয় (Metathesis):**

শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জননের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।

যেমন- বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল, তলোয়ার > তরোয়াল, বারানসি > বেনারসি, মুকুট > মুটুক।

**সমীভবন (Assimilation):**

শব্দমধ্যস্থ দুটো ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তার সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন।

যেমন- ধর্ম > ধম্ম, গল্প > গপ্প, জন্ম > জম্ম।

**সমীভবন ৩ প্রকার-**

১. প্রগত ২. পরাগত ৩. অন্যান্য।

**প্রগত সমীভবন (Progressive):**

পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মত হয়, একে প্রগত সমীভবন বলে।

যেমন- চক্র > চক্ক, পক্ক > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্গ, গলদা > গল্লা।

**পরাগত সমীভবন (Regressive):**

যখন পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, তখন একে বলে পরাগত সমীভবন।

যেমন- তৎ > জন্য় > তজ্জন্য, তৎ > হিত > তদ্ধিত, উৎ > মুখ > উন্মুখ।

**অন্যান্য সমীভবন (Mutual):**

যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তন হয় তখন তাকে অন্যান্য সমীভবন বলে।

যেমন- সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ, সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

**বিষমীভবন (Dissimilation):**

দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে।

যেমন- শরীর > শরীল, লাল > নাল।

**দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (Long consonant):**

কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। একে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা বলে।

যেমন- পাকা > পাক্কা, সকাল > স্কাল।

**ব্যঞ্জন বিকৃতি:**

শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোন ব্যঞ্জন পরিবর্তন হয়ে নতুন ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি।

যেমন- কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা।

**ব্যঞ্জনচ্যুতি**

পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি।

যেমন- বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা।

**অন্তর্হতি**

পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন- ফাল্লুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা।

## র-কার লোপ

আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। একে র-কার লোপ বলে।

যেমন- তর্ক > তর্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কললাম।

## হ-কার লোপ

আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ পাওয়ায় হ-কার লোপ বলে।

যেমন- পুরোহিত > পুরুত, গাছিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু, আল্লাহ > আল্লা, শাহ > শা।

## য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জন ধ্বনির মত অন্তঃস্থ 'য়' বা অন্তঃস্থ 'ব' উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিকে বলা হয় য-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি।

যেমন- মা + আমার = মা (য়) মায়ামার। যা আ = যা (ও) যা = যাওয়া। এরূপ নাওয়া, খাওয়া, নেওয়া ইত্যাদি। য-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতিকে ইংরেজিতে Euphonic glides বলে।



## গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

- কোনটি অপিনিহিতর উদাহরণ?  
ক. ইস্কুল খ. আইজ  
গ. গেলাস ঘ. ধপাধপ
- আদিষ্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে, কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়?  
ক. পরাগত খ. মধ্যগত  
গ. প্রগত ঘ. অন্যান্য
- ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?  
ক. আজি > আইজ খ. পিচাচ > পিচাশ  
গ. পাকা > পাক্কা ঘ. স্কুল > ইস্কুল
- শরীর > শরীল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?  
ক. স্বরলোপ খ. বিষমীভবন  
গ. অভিশ্রুতি ঘ. বর্ণ বিকৃতি
- 'কাঁদনা > কান্না'- কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?  
ক. অভিশ্রুতি খ. অপিনিহিত  
গ. সমীভবন ঘ. বিষমীভবন



## এক কথায়

## উত্তর

- পরের 'ই' ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কি বলে?  
- অপিনিহিত।
- যে রীতিতে 'লান' শব্দটি 'সিনান' (লান > সিনান) শব্দে পরিণত হয় তার নাম-  
- স্বরাগম।
- একই স্বরের পুনরাবৃত্তি না করে মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তাকে কী বলে?  
- অসমীকরণ।
- 'মগজ' শব্দের উচ্চারণ-  
- মগোজ।
- ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ-  
- পিচাচ > পিচাশ।
- মধ্যস্বরাগমের সমার্থক কোনটি?  
- বিপ্রকর্ষ।
- আদিষ্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়-  
- প্রগত স্বরসঙ্গতি।
- তৎ - হিত > তদ্ধিত কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?  
- সমীভবন।
- ফাল্লুন > ফাল্গুন - ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে?  
- অন্তর্হতি।
- 'ফলাহার' থেকে ফলার শব্দটি হওয়ার কারণ-  
- বর্ণলোপ।

## বর্ণের উচ্চারণ

### স্বরধ্বনি

#### অ

অ-এর উচ্চারণের রূপ দুই ধরনের। একটি 'অ' (অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি) অন্যটি 'ও' (বা ও-কারের মতো)। যেমন: অত(অতো), শত (শতো), মত (মতো) ইত্যাদি। এখানে প্রতিটি শব্দের আদ্য-অ' এর উচ্চারণ অবিকৃত 'অ'। কিন্তু তরুণ (তোরুণ), অতি(ওতি), নদী(নোদি) ইত্যাদি শব্দে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'অ' থাকে না, হয়ে যায় 'ও'।

শব্দর আদি, মধ্য, অন্তে ব্যবহৃত 'অ' কখনো অবিকৃতভাবে, আবার কখনো-বা ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়।

#### আদ্য-অ

- শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপরে 'ই'-কার, 'উ'-কার থাকে, তবে সেই 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: অতি(ওতি), গতি (গোতি), অভিধান (ওভিধান), অনুমান (ওনুমান), গরু (গোরু) ইত্যাদি।

- শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য' (য)-ফলায়ুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ প্রায়শ 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: অন্য (ওননো), অত্যাচার(ওত্যাচার), কন্যা (কোন্না), গদ্য(গোদ্দো) ইত্যাদি।
- শব্দের আদ্য 'অ'-এর পর 'ক্ষ', 'জ্ঞ' থাকলে 'অ' এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন : অক্ষ (ওক্খো), দক্ষ(দোক্খো), লক্ষ(লোক্খো), বক্ষ(বোক্খো), কক্ষ (কোক্খো) ইত্যাদি।
- শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর 'ল' (ল)-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: বক্তৃতা(বোক্ততা), মসৃণ(মোস্‌সৃন্) ইত্যাদি।
- শব্দের প্রথমে 'অ' যুক্ত 'র' (র)-ফলা থাকলে সেক্ষেত্রে আদ্য 'অ'- এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'- কারের মতো হয়। যেমন: গ্রহ(গ্রোহো), প্রকাশ (প্রোকাশ) ইত্যাদি।





৬. যে সব রেফ যুক্ত শব্দের বানানে পূর্বে 'য' (য)-ফলা যুক্ত ছিল, বর্তমান বানানে 'য়' (য)-ফলা ব্যবহৃত না হলেও সেসব শব্দের আদ্য-'অ' সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন : পর্যায়(পোরজায়), চর্যাপদ(চোরজাপদ) ইত্যাদি।
৭. একাক্ষরিক শব্দের প্রথম 'অ' এবং পরের দন্ত্য-'ন' থাকলে কোথাও কোথাও সে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: মন(মোন), বন(বোন) ইত্যাদি। কিন্তু 'ণ' থাকলে আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন: মণ > মন্, পণ > পন্ ইত্যাদি।
৮. নেতিবাচক শব্দের আদিতে 'অ' ব্যবহৃত হলে তার উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ থাকে। যেমন: অলস(অলোশ), অনিকেত(অনিকেত) অসীম(অশিম) ইত্যাদি।
৯. দ্বিতীয় বর্ণে 'অ' অথবা 'আ' স্বর সংযুক্ত থাকলে স্বাভাবিক উচ্চারণ হয়। যেমন : কথা (কথা), যত(জতো) ইত্যাদি।
১০. শব্দের শুরুতে 'স' বা 'সহিত' অথবা 'সম্পূর্ণ' অর্থে 'অ' বসলে তার উচ্চারণ স্বাভাবিক হয়। যেমন: সজল (শজল), সকল(শকল)।

## মধ্য-অ

১. শব্দ-মধ্যস্থিত 'অ', আদ্য 'অ'-এর মতোই ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ-কার এবং ক্ষ, জ্ঞ, য (য)-ফলার আগে থাকলে সে অ-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন : অবগতি (অবোগতি), কাকলি (কাকোলি), অতনু (অতোনু), অদম্য(অদোমমো) ইত্যাদি।
২. তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্য 'অ'-এর আগে যদি অ, আ, এ এবং ও-কার থাকে, তবে পদ-মধ্যের 'অ'-এর ও-কাররূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা থাকে সমধিক। যেমন : (আনোন), আদর(আদোর), ছাগল(ছাগোল), কাগজ(কাগোজ) ইত্যাদি।
৩. বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেগুলো পৃথক উচ্চারণে হসন্ত হলেও সমাসবদ্ধ অবস্থায় মধ্য 'অ' রক্ষিত হয়েও ও-কারান্ত রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : বনবাসী(বনোবাসি), দীনবন্ধু (দিনোবোন্ধু) ইত্যাদি।

## অন্ত্য-অ

১. বেশ কিছু বিশেষণ বা বিশেষণরূপে পদের অন্ত্য 'অ' লুপ্ত না হয়ে ও-কারান্তরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : কাল(কালো), ভাল(ভালো), বড় (বড়ো) ইত্যাদি।
২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়ে প্রায়শ অন্তিম 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও'-কারান্ত হয়। যেমন: কল-কল (কলো-কলো), ছল-ছল(ছলো-ছলো) ইত্যাদি।
৩. 'আন'-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তিম 'অ' উচ্চারিত হয় ও-কারান্ত রূপে। যেমন : করান (করানো), লেখান (লেখানো), চালান(চালানো), বলান(বলানো) ইত্যাদি।
৪. ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষ 'অ'-রক্ষিত হয় এবং 'ও'-কারান্ত উচ্চারণ হয়। যেমন : এগার(অ্যাগারো), বার(বারো), ষোল(শোলো), আঠার (আঠারো) ইত্যাদি।
৫. 'ত'(ক্ত) এবং 'ইত' প্রত্যয়যোগে সাধিত বা গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 'অ' উচ্চারণে ও-কারান্ত হয়। যেমন: মত(মতো), গত(গতো), গীত(গিতো), বিদিত(বিদিতো), রক্ষিত (রোক্খিতো) ইত্যাদি।

৬. 'ই' কিংবা 'এ'-কারের পর 'য়' থাকলে, সেই 'য়' হসন্তরূপে উচ্চারিত না হয়ে 'ও'-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : প্রিয়(প্রিয়ো), দেয়(দেয়ো), অজেয়(অজেয়ো) ইত্যাদি।
- কিন্তু 'ই' অথবা 'এ'-কারের পরিবর্তে 'অ' বা 'আ' ধ্বনি এলেই 'য়'-এর 'অ' বিলুপ্ত হয় হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: জয়(জয়), খায়(খায়), পায় (পায়) ইত্যাদি।
৭. বিশেষ্যের শেষে 'হ' এবং বিশেষণের শেষে 'ত' থাকলে সাধারণত অন্ত 'অ' বিলুপ্ত না হয়ে 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন: বিবাহ(বিবাহো), স্নেহ(স্নেহো), গাঢ়(গাঢ়ো) ইত্যাদি।
৮. 'তর', 'তম' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ পদে অন্তিম 'অ' প্রায়ই ও-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন : উচ্চতর (উচ্চোতরো), বৃহত্তর(বৃহত্তরো), নিম্নতম(নিম্নোনোতমো) ইত্যাদি।
৯. '-ইব', '-ইল', '-ইতেছ', '-ইয়াছ', '-ইতেছিল', '-ইয়াছিল' ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে গঠিত ক্রিয়াপদের অন্তিম 'অ' সাধারণত বিলুপ্ত হয় না, ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: বলিব (বোলিবো > বোলবো), করিতেছ (কোরিতেছো > কোরছো), করিয়াছিল (কোরিয়াছিলো > কোরেছিলো) ইত্যাদি।
১০. শব্দশেষের 'অ' এর আগে যদি ঐ, ঔ, ঞ, ঙ, ঙ্কার থাকে, তবে সে 'অ'-এর উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়। যেমন: তৈল(তোইলো), দৈব(দোইবো), বংশ(বংশো), সৌর(শোউরো), কৃশ(কৃশো), দুঃখ(দুঃখো) ইত্যাদি।
১১. শব্দান্তে সংযুক্ত বর্ণ থাকলে, সেক্ষেত্রে অন্তিম অ-এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়ে থাকে। যেমন: শক্ত (শকতো), পদ্য(পোদ্দো), দন্ত(দন্তো), পঙ্ক(পঙ্কো), চিহ্ন(চিন্হো) ইত্যাদি।

## আ

১. একাক্ষরবিশিষ্ট শব্দের 'আ'-এর উচ্চারণ কখনো কিছুটা দীর্ঘ হয়। যেমন: আম(আ-ম), জাম(জা-ম), রাগ(রা-গ) ইত্যাদি।
২. শব্দের আদিতে 'জ্ঞ' এবং 'য়'(য)-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে আ (i)-কার যুক্ত হলে সেই আ(i)-কারের উচ্চারণ প্রায়শ 'আ'-কারের মতো হয়ে থাকে। যেমন: জ্ঞান(গ্যান), খ্যাত(খ্যাতো), জ্ঞাত(গ্যাতো), ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্) ইত্যাদি।

## ই, ঈ, উ, ঊ

বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনির হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের ওপর শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় না। আমরা সাধারণত একাক্ষরিক শব্দ বা পদের স্বরধ্বনিকে কিছুটা দীর্ঘ উচ্চারণ করে থাকি। যেমন : দিন, তিন, চীন, মীন, চুপ, দূর- এসব একাক্ষর শব্দের ই, ঈ, উ, ঊ-কার কিছুটা দীর্ঘ; কিন্তু দিনা, তিনি, চীনা, মীনা, দূরে প্রভৃতির উচ্চারণ অনেকটা হ্রস্ব।

বাংলা উচ্চারণে স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণের প্রভেদ এখন আদৌ অনুসরণ করা হয় না। তাই বাড়ী, বাড়ি, পাখী, পাখি, দীঘি, দিঘি, বধু, মধু, নদী, যদি-যে বানানেই লেখা হোক না কেন, আমাদের উচ্চারণে এর হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব রক্ষিত হয় না। বরঞ্চ বাক্যের পদের অবস্থানভেদে এবং অন্যবিধ কারণে স্বরধ্বনির দীর্ঘ-হ্রস্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে।

## ঋ

ঋ-স্বরধ্বনির উচ্চারণ ব্যঞ্জনবর্ণ 'র' এর অনুরূপ। তবে ব্যঞ্জনবর্ণ রি/রী এবং স্বরবর্ণ 'ঋ' এর মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। 'ঋ' উচ্চারণের সময় জিহ্বা আরও বেশি সচল হয় এবং ঠোঁট বেশি কাঁপে। যেমন : ঋতু(রিতু), ঋণ(রিন), ঋষি(রিশি)।

এ

বাংলা ভাষায় 'এ' (এ) কার লিখিতরূপে একটি হলেও, এর উচ্চারিত রূপ দুটি : 'এ' এবং 'আ'।

শব্দের প্রথমে যদি 'এ'-কার থাকে এবং তারপরে ই(ি), ঈ(ী), উ(ু), এ(ে), ও (ৌ), য়, র, ল, শ এবং হ থাকলে সাধারণত 'এ' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন : একি(একি), মেকি(মেকি), বেশি(বেশি), মেয়ে(মেয়ে), তেতো(তেতো), বেশ(বেশ) ইত্যাদি।

১. শব্দের আদ্য 'এ'-কারের পরে যদি 'ং' (অনুস্বার), 'ঙ' কিংবা 'ঙ' থাকে এবং তারপরে 'ই' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ), 'উ' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) অনুপস্থিত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে 'এ' রূপান্তরিত হয় 'অ্যা'-কারে। যেমন: বেঙ(ব্যঙ), নেংটা (ন্যাঙটা), বেঙ্গমা(ব্যঙগোমা) ইত্যাদি।

২. 'এ'-কারযুক্ত একাক্ষর ধাতুর সঙ্গে আ-প্রত্যয়যুক্ত হলে, সাধারণত সেই 'এ'-কারের উচ্চারণ 'অ্যা'-কার হয়ে থাকে। যেমন: বেচা (বেচ্ + আ = ব্যাচা), ঠেলা(ঠেল্ + আ = ঠ্যালা), খেলা (খেল্ + আ = খ্যালা), তেলা (তেল্ + আ = ত্যালা) ইত্যাদি।

৩. মূলে 'ই'-কার বা 'ঋ'-কার যুক্ত ধাতু বা প্রাতিপদিকের সঙ্গে 'আ'-কার যুক্ত হলে, সেই 'ই'-কার 'এ'-কাররূপে উচ্চারিত হবে, কখনো 'অ্যা'-কার হবে না। যেমন : মেলা (< মিল্), লেখা (< লিখ্), জেলা (< জিলা), এলাকা(< ইলাকা), মেঘ (< মিঘ্), শেখা (< শিখ্) ইত্যাদি।

৪. একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সাধারণত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ (অবিকৃত 'এ'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: কে, এ যে, সে ইত্যাদি।

৫. সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের আদ্য 'এ'-কার প্রায়শ অবিকৃত 'এ'-কাররূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: বেদ, প্রেম, প্রেরক, রেবা, হেমন্ত, মেধা, চেতনা, ধেনু, মেদিনী, সেতু, মেরু ইত্যাদি।

৬. সাধারণত শব্দের আদ্য 'এ'-কারের পরে 'অ' এবং 'আ' থাকলে 'এ'-কারের 'অ্যা'-কাররূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা থাকে সমধিক। কিন্তু ওই 'অ' কিংবা 'আ'-এর পরিবর্তে 'ই'-কার, 'উ'-কার কিংবা 'এ' কারের মতো স্বরধ্বনি এলেই 'এ'-কার তার নিজস্ব উচ্চারণে ফিরে যায়। যেমন: এখন(অ্যাখন), কেমন(ক্যামোন্), এক(অ্যাক্), কেন(ক্যানো), যেন(জ্যানো), তের(তারো), ভেড়া (ভ্যাড়া, চেলা (চ্যালা) ইত্যাদি।

#### ব্যঞ্জনধ্বনি

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ জটিলতা নানাবিধ। তার মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে : কতকগুলো ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে যেগুলোর উচ্চারিত রূপ এবং লিখিত রূপ একরকম নয়। তাছাড়া আছে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির বিচিত্র উচ্চারণ-সমস্যা। নিম্নে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের সূত্রগুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো :

ঙ

আধুনিক বাংলা ভাষায় 'ঙ' এর উচ্চারিত রূপ হচ্ছে অনুস্বারের মতো : 'অঙ'। আধুনিক ভাষায় ঙ-এর যুক্তরূপ এবং স্বতন্ত্র উচ্চারণে কোন প্রভেদ নেই। যেমন : রঙ, রাঙা, বেঙ ইত্যাদি।

ঞ

১. 'ঞ' এর উচ্চারণ সাধারণত অনুনাসিক 'য়ঁ' অর্থাৎ 'ইঁঅঁ' রূপে হয়ে থাকে। যেমন: মিঞা(মিয়াঁ), ভূঞা(ভুঁইয়া) ইত্যাদি।

২. 'ঞ' সাধারণত 'চ'-বর্ণের চারটি বর্ণের পূর্বে যুক্তাবস্থায় ব্যবহৃত হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে 'চ'-এর পরে বসে এবং বাংলা উচ্চারণে দন্ত্য 'ন'-এর মতো হয়। যেমন: (পন্‌চো), ব্যঞ্জন(ব্যান্‌জোন্), অঞ্চল(অন্‌চল্) ইত্যাদি।

জ (এং + জ)

'জ'-যুক্তধ্বনিতে 'জ' এর উচ্চারণ 'ন' হলেও 'জ'-এর উচ্চারণ অবিকৃত, কিন্তু জ্ + এং = 'জ্ঞ'-তে 'জ' এবং 'এং' বর্ণ দুটির কোনটিরই উচ্চারণ নেই। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ ছিল 'জঞ' (অনেকটা 'জ্যা' এর মতো)। কিন্তু বাংলায় শব্দের আদিতে এর উচ্চারণ হয় অনেকটা 'গঁ' বা 'গ্যঁ' এর মতো। আর শব্দের মধ্যে ও অন্তে উচ্চারিত হয়ে 'গগঁ' এর মতো। যেমন: জ্ঞান(গ্যঁান্), জ্ঞাপন(গ্যঁাপন্), বিজ্ঞান (বিগঁয়ঁান্), অজ্ঞ (অগঁগ্যোঁ), বিশেষজ্ঞ(বিশেষগঁগ্যোঁ) ইত্যাদি।

ণ

'ণ' ও 'ন'-এর উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন। যেমন : রণ(রন্), পাষণ(পাশান্), তরণ(তোরন্) ইত্যাদি।

ষ

বাংলা ভাষায় 'য' এবং 'জ' এর উচ্চারণে ততটা পার্থক্য নেই। 'য' উচ্চারিত হয় 'জ' রূপে। যেমন : যম(জম্), জামাই(জামাই), যখন(যখোন্), যত(যতো), যুক্তি(জুক্তি), জল (জল্) ইত্যাদি।

শ, ষ, স

এ তিনটি 'শ' বাংলা ভাষার উচ্চারণে কেবল বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত। আসলে এ তিনটিই 'শ' রূপে উচ্চারিত হয়।

১. 'ন' এবং 'র'-এ সঙ্গে যুক্তরূপে শ এর উচ্চারণ সর্বত্র ইংরেজি S এর মতো। যেমন: প্রশ্ন(প্রোসনো), শ্রী(স্রি) ইত্যাদি।

২. শ এর সঙ্গে 'ঋ' কিংবা 'ল' যুক্ত করলে 'শ' এর উচ্চারণ এর মতো হবে। যেমন: শৃগাল(সৃগাল্), অশ্লীল(অসৃশ্লিল্) ইত্যাদি।

৩. শ-এর সঙ্গে ব-ফলা এবং য-ফলা যুক্ত করলে শ-এর উচ্চারণ এর মতো হবে। যেমন: বিশ্ব(বিশৃশো), দৃশ্য (দৃশৃশো) ইত্যাদি।

৪. ষ-এর অন্তে ক, গ, প, ফ এবং ম যুক্ত করলে ষ-এর উচ্চারণ সর্বত্র শ-এর মতো হয়। যেমন : গ্রীষ্ম(গ্রিসৃশোঁ), পরিষ্কার(পোরিসৃকার্) ইত্যাদি।

ং (অনুস্বার)

বাংলা ভাষায় ং (অনুস্বার)-এর উচ্চারণ সর্বত্র 'অঙ' এর মতো। যেমন : বংশ(বঙৃশোঁ), মাংস(মাঙৃশোঁ), রং (রঙ্), সংজ্ঞা(শঙৃগাঁ) ইত্যাদি।

ঃ (বিসর্গ)

আধুনিক বাংলা ভাষায় 'ঃ' (বিসর্গ) এর উচ্চারণ সাধারণত হয় না। তবে শব্দের অন্তে বিসর্গ থাকলে শেষের অ-এর উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়ে থাকে। যেমন : পুনঃ (পুনোঁ), প্রণতঃ (প্রোনতো) ইত্যাদি।

পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে বিসর্গ-পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন: নিঃশেষ (নিশৃশেশ্), দৃঃখ(দৃকৃখোঁ), দুঃসময়(দৃশৃশময়্), অতঃপর (অতোপ্পর্) ইত্যাদি।

ঁ (চন্দ্রবিদ্যু)

চন্দ্রবিদ্যু একটি অনুনাসিক বর্ণ। অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় নাক ও মুখের মিলিত দ্যোতনায়। বাংলাদেশের সর্বত্র এ উচ্চারণ নিখুঁত হয় না। কিন্তু এর উচ্চারণবিকৃতির জন্য অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন: কাদা (কর্দম), কাঁদা(কান্না), শাখা(ডাল), শাঁখা(শঙ্খ), পাক(পবিত্র), পাঁক(পঙ্ক), গাঁদা(ফুল বিশেষ), গাদা (ঠাসা) ইত্যাদি।

ব-ফলা

১. পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ব'-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত সে 'ব'-ফলার কোন উচ্চারণ হয় না। যেমন: স্বদেশ(শদেশ্), ত্বক(তক্), ধ্বনি(ধোনি), স্বামী(শামি) ইত্যাদি।

২. পদের মধ্যে কিংবা শেষে 'ব'-ফলা থাকলে সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন : বিশ্ব(বিশ্বো), বিদ্বান(বিদ্বান), দাসত্ব(দাশোত্বো), অশ্ব(অশ্বো) ইত্যাদি।
৩. বাংলা শব্দে 'ক' থেকে সন্ধির সূত্রে আগত 'গ' এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে 'ব' এর উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে। যেমন: দিগ্বিদিক(দিগ্বিদিক), দিগ্বিজয়(দিগ্বিজয়), ঋগ্বেদ (রিগ্বেদ) ইত্যাদি।
৪. উৎ(উদ্) উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ(দ্)-এর সঙ্গে 'ব'-ফলার 'ব' বাংলা উচ্চারণে সাধারণত অবিকৃত থাকে। যেমন : উদ্বোধন (উদ্বোধন), উদ্বোধন (উদ্বোধন), উদ্বাস্ত(উদ্বাস্ত), উদ্বিগ্ন(উদ্বিগ্নো) ইত্যাদি।
৫. 'ব' এবং 'ম' এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে সেই 'ব' এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন: সাব্বাশ(শাব্বাশ), তিব্বত(তিব্বত), লম্ব (লম্বো), সম্বর্ধনা(শম্বর্ধনা) ইত্যাদি।
৬. যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে 'ব'-ফলার উচ্চারণ হয় না, তবে সে-ব্যঞ্জনের উচ্চারণে অতিরিক্ত ঝাঁক পড়ে। যেমন : উজ্জ্বল (উজ্জ্বল), উচ্ছ্বাস(উচ্ছ্বাস) ইত্যাদি।

#### ম-ফলা (৫)

১. পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে ম-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোন উচ্চারণ হয় না, তবে প্রমিত উচ্চারণে ম-ফলাযুক্ত বর্ণটি সামান্য নাসিক্য-প্রভাবিত হয়ে ওঠে। যেমন : শ্মশান(শঁশান), স্মৃতি(সঁতি), স্মারক(শঁরোক) ইত্যাদি।
২. পদের মধ্যে বা অন্তে ম-ফলা সংযুক্ত বর্ণের সাধারণত দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। এই 'ম' যেহেতু অনুনাসিক ধ্বনি সেজন্য দ্বিত্ব উচ্চারিত শেষ ধ্বনিটির সাধারণত সামান্য নাসিক্য প্রভাবিত হয়। যেমন : ছদ্ম(ছদ্মো), পদ্ম(পদ্মো), রশ্মি(রোশ্মি), ভশ্ম(ভশ্মো), মহাত্মা(মহাত্মা) ইত্যাদি।
৩. পদের মধ্যে কিংবা অন্তে সর্বত্র 'ম'-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম, ল-এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ম' এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে। যেমন : যুগ্ম (জুগ্মো), কুটিল(কুটিল), (মৃন্ময়), উন্মাদ(উন্মাদ), সম্মান(শম্ মান), বাল্মীকি (বাল্মিকি) ইত্যাদি।
৪. যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'-ফলার কোন উচ্চারণ হয় না, তবে এক্ষেত্রেও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ বর্ণটিকে প্রমিত উচ্চারণে সামান্য আনুনাসিক করে তোলে। যেমন : লক্ষণ (লকখোঁ), সূক্ষ্ম(সুখোঁ) ইত্যাদি।
৫. কতকগুলো কৃতঞ্চ শব্দের উচ্চারণে ম-এর প্রকৃত উচ্চারণ হয়। যেমন: কুশ্মা-(কুশ্মানডো), কাশ্মীর(কাশ্মির) ইত্যাদি।

#### য-ফলা (৫)

১. পদের প্রথম বর্ণের 'য'-ফলা (৫) যুক্ত হলে বর্ণটির উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত পড়ে এবং বর্ণটি অ-কারান্ত বা আ-কারান্ত হলে প্রায়শ তার উচ্চারণ 'অ্যা'-কারান্ত হয়। যেমন : ব্যর্থ(ব্যার্থো), ব্যবস্থা(ব্যাবোস্থা), ব্যাথা (ব্যাথা), ব্যবসা(ব্যাবসা), ব্যাকরণ(ব্যাকরোন), ন্যায় (ন্যায়) ইত্যাদি।

২. পদের আদ্য বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত য-ফলার পরে যদি/ঙ্-কার থাকে, তবে সেক্ষেত্রে তার উচ্চারণ সাধারণত অ্যা-কার না হয়ে 'এ'-কারান্ত হয়। যেমন : ব্যতীত (বেতিতো), ব্যক্তি(বেক্তি), ব্যতিক্রম(বেতিক্রোম), ব্যক্তিত্ব(বেক্তিভূত) ইত্যাদি।
৩. পদের মধ্যে কিংবা অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হলে সাধারণত তার কোন উচ্চারণ হয় না। যেমন: সন্ধ্যা(শোন্ধ্যা), স্বাস্থ্য(শাস্থো), অন্ত্য(অন্তো) ইত্যাদি।
৪. পদের মধ্য ও অন্ত্য বর্ণে-য-ফলা সংযুক্ত হলে সে বর্ণটি দুবার উচ্চারিত হয়। যেমন: অদ্য(ওদ্যো), মধ্য (মোদ্যো), শস্য(শোশ্যো), কন্যা(কোন্ধ্যা), বন্যা(বোন্ধ্যা), গদ্য(গোদ্যো) ইত্যাদি।

#### র-ফলা (৫)

১. র-ফলা যদি পদের মধ্য বা অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তবে সে বর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হবে। যেমন : বিদ্রোহ (বিদ্রোহো), রাত্রি(রাত্রি), ছাত্র (ছাত্রো), তীব্র(তিব্রো), ধাত্রী(ধাত্রি) ইত্যাদি।
২. পদের আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা সংযুক্ত হলে ওই বর্ণের উচ্চারণ ও-কারান্ত হবে। যেমন : প্রকাশ (প্রোকাশ), গ্রন্থ (গ্রোন্থো), ব্রত (ব্রোতো), শ্রম (শ্রোমো) ইত্যাদি।
৩. সংযুক্ত বর্ণে র-ফলা যুক্ত হলে তার উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : কেন্দ্র (কেন্দ্রো), যন্ত্র (জন্ত্রো), অস্ত্রো।

#### ল-ফলা (৫)

১. পদের আদিতে -ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে এবং কোন দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। যেমন : ক্লাস্ত(ক্লান্তো), স্নান(স্নান), প্লাবন(প্লাবোন), ক্রেশ (ক্রেশ) ইত্যাদি।
২. ল-ফলা যুক্ত সংযুক্ত বর্ণ পদের মধ্যে বা অন্তে বসলে তার উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন : অশ্লীল (অস্লিল), আশ্লেষ (আস্লেশ), অশ্ল(অস্লো) ইত্যাদি।

#### হ-সংযুক্ত বর্ণ

'হ' যখন স্বাধীন বর্ণরূপে পদে ব্যবহৃত হয়, তখন উচ্চারণে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু এই বর্ণটি যখনর ঋ, ঙ, ন, ম, য, র, ল, ব ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মতো ব্যবহৃত হয়, তখন উচ্চারণে নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন :

১. হ + ঋ (৫) : হৃদয় (hridয়), সুহৃদ (suhrd), হৃদপি- (hritপিন্ডো) ইত্যাদি। এখানে 'হ' এর উচ্চারণ 'হিরি' বা কেবল 'রি' নয়, মহাপ্রাণ 'hri'।
২. হ + র (৫) : হৃদ (rhঅদ), হ্রাস (rhaশ), হ্রেশা (rhesা) ইত্যাদি। এখানে 'হ' এর উচ্চারণ 'হর্' বা 'রহ' নয় 'রহ' বা 'rh'।
৩. হ + ঙ/ন : অপরাহ্ন(অপোরান্হো), মধ্যাহ্ন (মোদ্যান্হো) ইত্যাদি।
৪. হ + ম : ব্রাহ্মণ (ব্রাম্হণ), ব্রাহ্ম (ব্রাম্হো) ইত্যাদি।
৫. হ + য (৫) : উহা (উজ্হো), দাহ্য(দাজ্হো), সহ্য (শোজ্হো)।
৬. হ + ল : আহ্লাদ (আল্হাদ)।
৭. হ + ব : আহ্বান (আওভান), জিহ্বা(জিউভা) ইত্যাদি।



## কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অত্যন্ত	ওততোনতো	প্রথম	প্রোথোম্
অধ্যক্ষ	ওদ্বোখো	প্রজ্ঞা	প্রোজ্ঞা
অত্যাচার	ওত্‌তাচার	পদ্ম	পদদো
অধ্যাপক	ওদ্ব+ধাপোক	পদ্য	পোদদো
অদ্য	ওদদো	বিহ্বল	বিউভল্
অভিজ্ঞ	ওভিগ্‌গোঁ	নদী	নোদি
অঙ্গুলি	ওঙুলি	পুনঃপুনঃ	পুনোপুনো
অভিধান	ওভিধান্	পদ্য	পোদদো
অসীম	অশিম্	দুঃসাহস	দুশ্‌শাহোশ্
অনিঃশেষ	অনিশ্‌শেশ্	দক্ষ	দোকখো
আহ্বান	আওভান্	দ্বিপ্রহর	দিপ্‌প্রোহর্
আবৃত্তি	আবৃত্তি	দীনবন্ধু	দিনোবোনধু
আত্মহত্যা	আত্‌তৌহোত্‌তা	নাগরিক	নাগোরিক
এক	অ্যাক্	ব্যখ্যা	ব্যাক্‌খা
একাডেমি	অ্যাকাডেমি	বিজ্ঞাপ্তি	বিগ্‌গোঁপ্তি
ঐকমত্য	ওইকোমত্‌তো	যুগ্ম	জুগ্‌মো
ঐশ্বর্য	ওইশ্‌শোর্‌জো	রূপসী	র+পোশি
ঔষধ	ওউশ্‌ধ্	সহস্র	শাহোস্ত্রো
আত্মীয়	আত্‌তিয়ৌ	সংরক্ষণ	শঙ্‌রোক্‌খোন্

উদাহরণ	উদাহরোন্	স্মর্তব্য	শ্রুতবো
ঋগ্বেদ	রিগ্‌বেদ্	মন	মোন্
এখন	অ্যাখোন্	যজ্ঞ	জোজ্‌গোঁ
একা	অ্যাকা	যুগ্ম	জুগ্‌মো
কক্ষ	কোকখো	রূপসী	র+পোশি
খাদ্য	খাদদো	সহস্র	শাহোস্ত্রো
গ্রীষ্মকাল	গ্রিশ্‌শৌকাল্	সংরক্ষণ	শঙ্‌রোক্‌খোন্
জয়ধ্বনি	জয়োদধোনি	স্মর্তব্য	শ্রুতবো
জ্ঞাত	গ্যাঁতো	সমন্বয়	শমোন্‌নয়
তটিনী	তোটিনি	সাহায্য	শাহাজ্‌জো
সরণ	শরোন্	সংগীত	শৌজ্‌গিত্
রক্ষক	রোক্‌খোক্	সদস্য	শদোশ্‌শো
চলন্ত	চলোন্‌তো	স্বাগত	শাগ্‌তো
ছাত্র	ছাত্‌ত্রো	সংগ্রহ	শঙ্‌গ্রোহো
গণিত	গোনিতো, গোনিত্	লক্ষণ	লোক্‌খোন্
চরিত্র	চোরিত্‌ত্রো	শুদ্ধ	শুদ্ধো
চিহ্ন	চিন্‌নহো	শুদ্ধ	শুদ্ধো
চক্রবাক	চক্‌ক্রোবাক্	যান্ত্রাসিক	শান্‌মাশিক্
চর্যাপদ	চোর্‌জাপদ	সন্ধ্যা	শোন্‌ধা



## গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'মণিমঞ্জুষা' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ হলো- [Karnasangsthan Bank (Assistant Officer)- 2021]  
a) মনিমোজ্‌জুসা b) মণিমোন্‌জুসা  
c) মোণিমোন্‌জুসা d) মোনিমোন্‌জুসা উ: D
২. 'বিহ্বলতার' প্রমিত উচ্চারণ হলো- [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]  
a) বিহভলতা b) বিউভলতা  
c) বিওভলোতা d) বিওভোলতা উ: B
৩. 'সত্তর' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হলো- [Combined 7 Banks & 1 Financial Institutions (Senior Officer)- 2021]  
a) সন্তোরন b) শন্তরোন্  
c) শন্তরন্ d) সত্তরোন্ উ: C
৪. 'গ্রাহ্য' শব্দের সঠিক উচ্চারণগত বানান হলো- [Janata Bank Senior Officer (Engineering Textile)- 2020]  
a) গ্রাজ্‌বো b) গাম্মো  
c) গাম্মো d) গ্রামোমো উ: A
৫. বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-কারের উচ্চারণ কেমন হয়? [Joint Recruitment for 3 Banks Assistant Engineer (IT)- 2020]  
a) হ্রস্ব b) দীর্ঘ  
c) সংবৃত d) বিবৃত উ: B
৬. 'আহবান' এর প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি? [Janata Bank Ltd. AEO-19]  
a) আওভান b) আহ্বান  
c) আহবান d) আবহান উ: a
৭. 'মণিমঞ্জুষা' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ হলো- [Bangladesh Bank Officer General-2019]  
a) মনিমোএজ্‌জুসা b) মণিমোন্‌জুসা  
c) মোণিমোন্‌জুসা d) মোনিমোন্‌জুসা Ans: d
৮. লোকজ শব্দ 'দইয়াল' এর প্রমিত রূপ হলো- [Rupali Bank Ltd. Officer-2019]  
a) দেওয়াল b) দয়াল  
c) দোয়াল d) দইওয়াল উ: c
৯. 'সত্য' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [Pubali Bank Ltd. JO-2019]  
a) শোত্যত b) শত্য  
c) সোত্যতো d) শোত্যতো উ: d
১০. 'মনিষা' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [Pubali Bank Ltd. TAJO Cash-2019]  
a) মোনিশা b) মোনিষা  
c) মোনিশা d) মনিসা উ: a
১১. 'বর্জন' শব্দের ঠিক উচ্চারণ- [Bangladesh House Building Finance Corporation Senior Officer -2017]  
a) সজন b) সজোন  
c) শজন d) শজোন উ: d
১২. কোনটিতে ব-ফলার উচ্চারণ বহাল রয়েছে? [ঢাবি-ক ২১-২২]  
ক. বিধ্বস্ত খ. উদ্বেগ  
গ. স্বত্ব ঘ. দ্বন্দ্ব উ: খ

১৩. 'তমিস্রা' শব্দের যথাযথ উচ্চারণ- [ঢাবি-খ ২১-২২]  
ক. তমিস্রা খ. তমিস্রা  
গ. তেমিস্রা ঘ. তেমিস্রা উ: ঘ
১৪. 'আহ্বান' এর প্রকৃত উচ্চারণ কী? [রাবি-এ১ ২১-২২]  
ক. আহবান খ. আবহান  
গ. আহ্বান ঘ. আওভান উ: ঘ

১৫. 'মগজ' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ- [রাবি-এ২ ২১-২২]  
ক. মোগজ খ. মগোজ  
গ. মগজ ঘ. মোগোজ উ: খ
১৬. 'সৌধ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ- [রাবি-এ৩ ২১-২২]  
ক. সৌউধ খ. শৌউধ  
গ. সৌউধো ঘ. শৌউধো উ: ঘ

## অক্ষর

অক্ষর হচ্ছে বাগ্যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ। ইংরেজিতে বলা হয় সিলেবল (Syllable)। অর্থাৎ কোনো শব্দের যতটুকু অংশ একটানে বা এক ঝোঁকে উচ্চারিত হয়, তাকে বাংলা ভাষায় অক্ষর বলে। যেমন- 'চিরঞ্জীবী' শব্দে ৪টি অক্ষর রয়েছে: চি, রো, জী, বী এবং নির্জন শব্দে ২টি অক্ষর: নির্-জন, ইংরেজি ভাষায় অক্ষরকে ধ্বন্যধ্বন্যব বলা হয়। সাধারণ অর্থে অক্ষর বলতে বর্ণ বা হরফ (Letter)-কে বোঝালেও অক্ষর ও বর্ণ পরস্পরের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ নয়। বর্ণ বা হরফ হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূপ বা ধ্বনি-নির্দেশক চিহ্ন বা প্রতীক। ভাষাতাত্ত্বিকরা অক্ষরকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

- 'নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষস্পন্দনের ফলে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একবারে উচ্চারিত হয়, তাকেই সিলেবল বা অক্ষর বলা যেতে পারে।' -মুহম্মদ আব্দুল হাই
- 'কোনো শব্দে যখন যে ধ্বনিসমষ্টি একসময়ে একত্রে উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বলে।' -ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
- 'এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টির নাম অক্ষর (সিলেবল)।'

অক্ষরের প্রকারভেদ: অক্ষর দুই প্রকার। যথা- ক. স্বরান্ত অক্ষর (Vowel) এবং খ. ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর (Consonant)।

ক. স্বরান্ত অক্ষর: যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে। যেমন: ভাষা = ভ + আ + ষ + আ; আশা = আ + শ + আ

খ. ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর: যে অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বলে। যেমন: শীতল = শী + তল; পবন = প + বন।



## গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. অক্ষর কী?  
ক. বর্ণ খ. ধ্বনি  
গ. বাক্য ঘ. কথার টুকরো অংশ উ: ঘ
২. উচ্চারণের একক কী?  
ক. বর্ণ খ. ধ্বনি  
গ. অক্ষর ঘ. শব্দ উ: গ
৩. অক্ষর অনুযায়ী যেসব ভাষা লেখার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাকে কোন ধরনের লেখা বলে?  
ক. বর্ণভিত্তিক খ. অক্ষরভিত্তিক  
গ. ভাবাত্মক ঘ. ভাষাভিত্তিক উ: খ



## Teacher's Work

১. ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয় এর দৃষ্টান্ত? [৪৪তম বিসিএস]  
ক) রতন খ) কবাট  
গ) পিচাশ ঘ) মুলুক উ: গ
২. নিচের কোনটি বিষমীভবনের উদাহরণ?  
a) লাফ > ফাল b) প্রীতি > পিরীতি  
c) দেশি > দিশি d) লাল > নাল উ: D
৩. দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তনকে বলে-  
a) স্বরসঙ্গতি b) বিষমীভবন  
c) ধ্বনি বিপর্যয় d) ব্যঞ্জন বিকৃতি উ: C
৪. নিচের কোনটি বিষমীভবনের উদাহরণ?  
a) লাফ > ফাল b) প্রীতি > পিরীতি  
c) দেশি > দিশি d) লাল > নাল উ: D
৫. অন্যান্য সমীভবনের একটি দৃষ্টান্ত হলো- [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]  
a) বড্ড b) উচ্ছ্বাস  
c) বিলিতি d) ফাণ্ডন উ: B
৬. স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?  
a) হইবে > হবে b) রাত্রি > রাইত  
c) দেশি > দিশি d) হস্ত > হত্ব উ: C
৭. দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন দ্বারা কোন শব্দটি গঠিত হয়েছে?  
a) ফিটফিট b) সরাসরি  
c) ছটফট d) খটাখট উ: C
৮. 'বিলতি > বিলিতি' কিসের উদাহরণ? [Janata & Rupali Bank Ltd. Officer General-2019]  
a) মধ্য স্বরাগম b) অপিনিহিত  
c) প্রগত d) মধ্যগত উ: D
৯. 'মধ্য স্বরাগম' এর অপর নাম কী?  
a) অসমীকরণ b) বিপ্রকর্ষ  
c) বিষমীভবন d) সমীভবন উ: B
১০. কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা কিসের উদাহরণ?  
a) ধ্বনি বিপর্যয় b) অভিশ্রুতি  
c) ব্যঞ্জন চ্যুতি d) ব্যঞ্জন বিকৃতি উ: d
১১. কোনটি স্বরভঙ্গির উদাহরণ?  
a) বিলিতি b) পিরীতি  
c) বসতি d) জানালা উ: b



১২. 'মেছো' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কি?  
 a) মাছ + ও b) মাছ + উয়া > ও  
 c) মাছি + উয়া > ও d) মেছ + ও উ: b
১৩. স্বর সংগতির উদাহরণ কোনটি?  
 a) দেশী > দিশী b) রাতি > রাইত  
 c) হইবে > হবে d) কোনটিই নয় উ: a
১৭. 'সন্তরণ' শব্দের প্রমতি উচ্চারণ হলো-  
 a) সন্তোরন b) শন্তরোন  
 c) শন্তরন d) সন্তরোন উ: C
১৮. 'গ্রাহ্য' শব্দের সঠিক উচ্চারণগত বানান হলো-  
 a) গ্রাজ্ঝো b) গাম্মো  
 c) গামমো d) গ্রামোমো উ: A
১৯. 'আহবান' এর প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি?  
 a) আওভান b) আহ্বান  
 c) আহবান d) আবহান উ: a
১৪. ভাষার পরিবর্তন কিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত?  
 ক. শব্দের পরিবর্তনের সাথে  
 খ. বাক্যের পরিবর্তনের সাথে  
 গ. ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে  
 ঘ. পদ পরিবর্তনের সাথে উ: গ
১৫. পর্ভুগিজ 'আনানস' বাংলায় 'আনারস'- এটি কী ধরনের পরিবর্তন?  
 ক. সাদৃশ্য খ. বৈসাদৃশ্য  
 গ. অর্থগত ঘ. ধ্বনিতাত্ত্বিক উ: ঘ
১৬. যে রীতিতে 'জ্ঞান' শব্দটি সিনান (জ্ঞান > সিনান) শব্দে পরিণত হয়, তার নাম-  
 ক. অভিশ্রুতি খ. স্বরাগম  
 গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. অভিকর্ষ উ: খ
১৭. কোনটি স্বরাগমের উদাহরণ?  
 ক. পিরীতি খ. বিলিতি  
 গ. বসতি ঘ. উড়নি উ: ক
১৮. 'জুল' শব্দটিকে 'ইজুল' উচ্চারণে ধ্বনির এই পরিবর্তনকে বলা হয়-  
 ক. আদি স্বরাগম খ. বিপ্রকর্ষ  
 গ. পরাগত ঘ. অপিনিহিত উ: ক
১৯. কোনটি আদি স্বরাগম?  
 ক. স্নেহ > সিনেহ খ. রত্ন > রতন  
 গ. স্ত্রী > ইস্ত্রী ঘ. গ্রাম > গেরাম উ: গ

২০. স্বরভঙ্গির অপর নাম কী?  
 ক. অভিশ্রুতি খ. অন্ত্যস্বরাগম  
 গ. অপিনিহিত ঘ. বিপ্রকর্ষ উ: ঘ
২১. 'মধ্য স্বরাগম'- এর অপর নাম কী?  
 ক. অসমীকরণ খ. বিপ্রকর্ষ  
 গ. বিষমীভবন ঘ. সমীভবন উ: খ
২২. সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বরের আগমনকে কী বলে?  
 ক. বিপ্রকর্ষ খ. স্বরসঙ্গতি  
 গ. অভিশ্রুতি ঘ. সমীভবন উ: ক
২৩. 'প্রথম > পরথম' কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?  
 ক. অসমীকরণ খ. অপিনিহিত  
 গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. স্বরাগম উ: গ
২৪. গ্রাম > গেরাম- এখানে কোনটি ঘটেছে?  
 ক. ব্যঞ্জন বিকৃতি খ. পরাগম  
 গ. স্বরাগম ঘ. অসমীকরণ উ: গ
২৫. কোনটির স্বরভঙ্গির উদাহরণ?  
 ক. বিলিতি খ. বউদি  
 গ. পোক্ত ঘ. পেরেক উ: ঘ
২৬. রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনিসূত্র-  
 ক. স্বরভক্তি খ. স্বরসংগতি  
 গ. অপিনিহিত ঘ. অভিশ্রুতি উ: ক
২৭. নিচের কোনটিতে মধ্য স্বরাগমের প্রয়োগ হয়েছে?  
 ক. ফিল্ম > ফিলিম খ. সত্য > সতি  
 গ. গ্লাস > গেলাস ঘ. শিকা > শিকে উ: ক
২৮. কোনটি অন্ত্যস্বরাগম?  
 ক. বাক্য > বাইক্য খ. সত্য > সতি  
 গ. করিয়া > কইর্যা ঘ. ধূলা > ধুলো উ: খ
২৯. Apenthesis এর অর্থ-  
 ক. স্বরসঙ্গতি খ. স্বরাগম  
 গ. অভিশ্রুতি ঘ. অপিনিহিত উ: ঘ
৩০. নিচের কোনটি অপিনিহিতের উদাহরণ?  
 ক. উড়নী খ. রাইত  
 গ. জালুয়া ঘ. ছাওয়া উ: খ
৩১. মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে-  
 ক. অভিকর্ষ খ. অভিশ্রুতি  
 গ. ক্ষীণায়ন ঘ. বিপ্রকর্ষ উ: গ

## Home Work

- ১। রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনিসূত্র-  
 ক) স্বরভক্তি খ) স্বরসংগতি  
 গ) অপিনিহিত ঘ) অভিশ্রুতি
- ২। যে রীতিতে 'জ্ঞান' শব্দটি সিনান (জ্ঞান = সিনান) শব্দে পরিণত হয়, তার নাম-  
 ক) অভিশ্রুতি খ) স্বরাগম  
 গ) বিপ্রকর্ষ ঘ) অভিকর্ষ
- ৩। মধ্যস্বরাগমের সমার্থক কোনটি?  
 ক) স্বরসংগতি খ) অভিশ্রুতি  
 গ) সম্প্রকর্ষ ঘ) বিপ্রকর্ষ

- ৪। পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কী বলে?  
 ক) স্বরাগম খ) বিপ্রকর্ষ  
 গ) অপিনিহিত ঘ) অভিশ্রুতি
- ৫। কোনটি অপিনিহিতের উদাহরণ?  
 ক) ইজুল খ) আইজ  
 গ) গেলাস ঘ) ধপাধপ
- ৬। আশু > আউশ এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মের উদাহরণ?  
 ক) অপিনিহিত খ) সমীভবন  
 গ) বিপ্রকর্ষ ঘ) বর্ণ বিপর্যয়

- ৭। একই স্বরের পুনরাবৃত্তি না করে মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তাকে কী বলে?  
ক) সম্প্রকর্ষ খ) পরাগত  
গ) স্বরসঙ্গতি ঘ) অসমীকরণ
- ৮। আদিব্রহ্ম অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়?  
ক) পরাগত খ) মধ্যগত  
গ) প্রগত ঘ) অন্যান্য
- ৯। স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?  
ক) হইবে > হবে খ) জালিয়া > জাইল্যা > জেলে  
গ) দেশি > দিশি ঘ) রাত্রি > রাইত
- ১০। কোনটিতে মধ্যস্বরলোপ ঘটেছে?  
ক) গামছা খ) মশারি  
গ) লুঙ্গি ঘ) চাদর
- ১১। ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয় এর দৃষ্টান্ত?  
ক) আজি > আইজ খ) পিচাচ > পিচাশ  
গ) পাকা > পাক্কা ঘ) স্কুল > ইস্কুল
- ১২। শরীর > শরীল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?  
ক) স্বরলোপ খ) বিষমীভবন  
গ) অভিশ্রুতি ঘ) বর্ণ বিকৃতি
- ১৩। কোনটি বিষমীভবন এর উদাহরণ?  
ক) অঙ্ক > আঁক খ) লাল > নাল  
গ) কাচ > কাঁচ ঘ) পুথি > পুঁথি

- ১৪। ফাল্গুন > ফাগুন ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে?  
ক) ধ্বনিবিকার খ) শ্রুতিধ্বনি  
গ) অন্তর্হতি ঘ) ধ্বনি বিপর্যয়
- ১৫। 'ফলাহার' থেকে 'ফলার' শব্দটি হওয়ার কারণ-  
ক) ধ্বনি বিপর্যয় খ) বর্ণদ্বিত্ব  
গ) বর্ণাগম ঘ) বর্ণলোপ
- ১৬। পূর্নগিজ 'আনানস' বাংলায় 'আনারস' এটি কী ধরনের পরিবর্তন?  
ক) সাদৃশ্য খ) বৈসাদৃশ্য  
গ) অর্থগত ঘ) ধ্বনিতাত্ত্বিক
- ১৭। নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?  
ক) প্রাতিপদিক খ) অভিশ্রুতি  
গ) অপিনিহিতি ঘ) ধ্বনি-বিপর্যয়
- ১৮। মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে-  
ক) অভিকর্ষ খ) অভিশ্রুতি  
গ) ক্ষীণায়ন ঘ) বিপ্রকর্ষ
- ১৯। নিচের কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?  
ক) রিসকা খ) বিলিতি  
গ) শেয়াল ঘ) ইসকুল
- ২০। কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?  
ক) শরীল > শরীর খ) হংস > হাঁস  
গ) লাফ > ফাল ঘ) দুর্গা > দুগ্গা

উত্তরপত্র

১	ক	২	গ	৩	ঘ	৪	গ	৫	খ	৬	ক	৭	ঘ	৮	গ	৯	গ	১০	ক
১১	খ	১২	খ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	ক	২০	গ

Class

Exam

১. রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনিসূত্র-  
ক. স্বরভক্তি/স্বরাগম খ. স্বরসংগতি  
গ. অপিনিহিতি ঘ. অভিশ্রুতি
২. পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কী বলে?  
ক. স্বরাগম খ. বিপ্রকর্ষ  
গ. অপিনিহিতি ঘ. অভিশ্রুতি
৩. আদিব্রহ্ম অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে, কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়?  
ক. পরাগত খ. মধ্যগত  
গ. প্রগত ঘ. অন্যান্য
৪. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?  
ক. আজি > আইজ খ. পিচাচ > পিচাশ  
গ. পাকা > পাক্কা ঘ. স্কুল > ইস্কুল
৫. কোনটি বিষমীভবন এর উদাহরণ?  
ক. অঙ্ক > আঁক খ. লাল > নাল  
গ. কাচ > কাঁচ ঘ. পুথি > পুঁথি
৬. 'ফলাহার' থেকে 'ফলার' শব্দটি হওয়ার কারণ-  
ক. ধ্বনি বিপর্যয় খ. বর্ণদ্বিত্ব  
গ. বর্ণাগম ঘ. বর্ণলোপ
৭. নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?  
ক. প্রাতিপদিক খ. অভিশ্রুতি  
গ. অপিনিহিতি ঘ. ধ্বনি-বিপর্যয়
৮. স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?  
ক. হইবে > হবে খ. রাত্রি > রাইত  
গ. দেশি > দিশি ঘ. কোনোটিই নয়
৯. ক্লাশ > কিলেশ, খ্রীতি > পিরীতি, গ্রাস > গেলাস এগুলো কিসের উদাহরণ?  
ক. অপিনিহিতি খ. আদি স্বরাগম  
গ. মধ্য স্বরাগম ঘ. অন্ত্য স্বরাগম
১০. 'কাঁদনা' > কান্না- কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?  
ক. অভিশ্রুতি খ. অপিনিহিতি  
গ. সমীভবন ঘ. বিষমীভবন

উত্তরপত্র

০১	ক	০২	গ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	গ	১০	গ
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---